যায়যায়দিন

তারিখ 16 MAR 2013
পৃষ্ঠা … কলাম …

অভিভাবকহীন জবি বাড়ছে কোন্দল

যাযাদি রিপোর্ট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য পদটি বেশকিছুদিন ধরে শূন্য থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতাসহ অভ্যন্তরীণ নানা কোন্দল বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুখোমুখি অবস্থানই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অভাবকেই মনে করিয়ে দেয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে চার বছরের জন্য অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ নিয়োগ পান ২০০৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এ বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল উপাচার্যের শেষ কর্মদিবস। এরপর দীর্ঘ ১৯ দিন অতিবাহিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ এ পদটিতে কাউকেই নিয়োগ দেয়নি সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ এ পদটি শূন্য থাকায় কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ঘটছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মহলে অতি দ্রুত উপাচার্য নিয়োগের দাবি উঠেছে।

অভিভাবকহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে রূপ নিয়েছে। জানা যায়, বই ভাতার অর্থ কেটে নেয়ার অভিযোগে উপপরিচালক ড. সৈয়দ আহমদের (অর্থ ও হিসাব) সঙ্গে এক শিক্ষকের কথা কাটাকাটির জের ধরে তুলকালাম কাণ্ড বাধে। এরই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ঐক্যপরিষদ অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দেয়। যদিও কর্মবিরতির প্রথম দিবসেই কিছু সিনিয়র শিক্ষক ও ছাত্রনেতাদের হস্তক্ষেপে কর্মচারী ঐক্যপরিষদ তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যকার সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনেও উপাচার্য পদটির শূন্যতা ও অভিজ্ঞ উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি উঠে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মো. আশরাফ-উল-আলম ওই সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো উপাচার্য নেই। এ সুযোগে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নানা অনিয়ম ও কর্মবিরতি করছে। এ সময়ে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সমস্যা সমাধানে একজন উপযুক্ত শিক্ষাবিদকে নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কোনো উপাচার্য নেই। এ জন্যই শিক্ষকরা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছে। যা কোনো মতেই মেনে নেয়া যায় না। তিনি নিজেও মনে করেন একজন উপাচার্য থাকলে এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান পরিবর্তন ডটকমকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ বেশকিছুদিন ধরে শূন্য থাকায় প্রশাসনিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ জমা পড়ে আছে। তাই এ পদে অভিজ্ঞ নিয়োগের কোনো বিকল্প নেই।